সংবাদ

তারিখ 06 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পাথরঘাটায় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমি
বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজে দুর্নীতি

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

পাথরঘাটায় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার কাজ দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার ভয়াবহ সিডরের কারণে ১৪২টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামতের জন্য সরকার ১ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ওই টাকা থেকে নিম্নে ৮০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা হিসাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। অভিযোগ আছে, উপজেলার সব সরকারি এবং রেজিস্ট্রি প্রাইমারি বিদ্যালয়ই বিল্ডিং যা ভাঙেনি এবং সিডরের পানিও প্রবেশ করেনি তাতেও বরাদ্দ দেয়া হয়।

সিডরের কারণে বিদ্যালয়, গৃহ ও আসবাবপত্রের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু টিনসেড স্কুলগুলোর ক্ষতি হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট প্রোজেক্ট কমিটির মাধ্যমে ওই টাকা খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সাপেক্ষে পছন্দমাফিক ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে বলে অভিযোগ আছে। মাত্র ২০ ভাগ বিদ্যালয় কাজ সম্পন্ন করলেও অন্তত ৮০
ভাগ পুরো টাকা উত্তোলন করে আ
করেছে বলে সূত্রে প্রকাশ।
বিদ্যালয়গুলো আরসিসি ঢালাইসহ
কাজের ফর্দ তৈরি করে টাকা তুলে
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভাউচারের
কাজের কোন মিল নেই। তাদের
দুর্নীতির ফলে সরকারের ১ কোটি
ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়
প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক
অভিযোগ করেন, এ বিশাল
মূলনায়ক উপজেলা শিক্ষা কর্ম
সহযোগী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌ
কিছু অসাধু কর্মচারী ও প্রধান শিক্ষকর
অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা দু
প্রতিরোধ কমিটি একাধিক বিদ
পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে ত
এলাকায় অভিযোগের সত্যতা মিলিছে
জানান উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কা
সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহ
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক
কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে যেসব স্কুলে ৩/৪
আগে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে
সিডরের পানি ওইসব স্কুলে প্রবেশ ক
সেসব স্কুলে এক লাখ থেকে দেড়
টাকার উপরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যে
নামমাত্র কাজ করা পুরো টাকা আত্ম
করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা
কর্মকর্তা মানিক লাল নাথ অভিযো
সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।